চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ঝিনাইদহের দুই যুবক নিহত

ঝিনাইদহ থেকে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ঝিনাইদহের দুই যুবক নিহত হয়েছে এছাড়া আরও দুইজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (৯মে) সকাল ১১টার দিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় যাত্রীবাহী মারসা পরিবহণের দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের চাঁদ আলী বকসের ছেলে নাইমুর রহমান জিহাদ
(২১) ও একই উপজেলার পোতাহাটী গ্রামের আনোয়ার হোসেনের একমাত্র ছিলে নাঈম (২২)।

নিহত’র খবর নিশ্চিত করে সদর উপজেলার মধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন শনিবার বিকালে জানান, জিহাদ ও নাঈমসহ তারা ৮ জনের একটি গ্রুপ ঘুরতে কক্সবাজারে যায়। তাদের বহনকৃত যাত্রীবাহী বাসটি শনিবার (৯ মে) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের হোটেল ফোর সিজনের সামনে পৌছালে দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় তাদের আরো ৪ বন্ধু গুরুতর আহত হন বলেও ইউপি চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন জানান। নাঈম ছিল সদা হাস্যউজ্জল এক যুবক। তার আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিশেষ করে নাঈম তার পিতার একমাত্র ছেলে ছিলেন। সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের মহিদুল ইসলাম জানান, যুবক নাইমুর রহমান জিহাদ বিজিবির চাকরী করতেন। চাকরীর বয়সও বেশি দিন হয়নি। চাকিরির ট্রেনিং পিরিয়ডে কষ্ট হওয়ায় জিহাদ চাকরী ছেড়ে বাড়ি চলে আসে। তার মৃত্যুতে পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানর ওসি আসাদুজ্জামান জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি নাইমুর রহমান জিহাদ ও নাঈম নামে দুই যুবকের মৃত্যুর তথ্য জানতে পেরেছেন। তাদের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোতাহাটী ও বাজারগোপালপুর গ্রামে।

হরিণাকুণ্ডুতে বটগাছের ডালে ব্যতিক্রমী রেস্টুরেন্ট

শান্ত সবুজে ঘেরা পরিবেশ, পাশে নিঃশব্দে বয়ে চলা পানির ধারা আর মাথার ওপরে খোলা আকাশ। প্রকৃতির এমন অপূর্ব মঞ্চেই গড়ে উঠেছে এক অনন্য রেস্টুরেন্ট। যেখানে মাটিতে নয়, বরং গাছের ডালে বসেই উপভোগ করা যায় চা, কফি ও পছন্দের নানা খাবার।

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার চারাতলা বাজার সংলগ্ন ঘোড়দহ গ্রামে বিশাল এক বটগাছের ওপর কাঠের মাচা তৈরি করে গড়ে তোলা হয়েছে এই ব্যতিক্রমী ‘বৃক্ষ বিলাস ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্ট’। বাস্তবতার মাঝেই যেন স্বপ্নের মতো এক পরিবেশ, যেখানে বসলে শহরের কোলাহল ভুলে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ডুবে যাওয়া যায় সহজেই।



এই ভিন্নধর্মী উদ্যোগ নিয়েছেন গ্রামের দুই কলেজপড়ুয়া তরুণ কনক হোসেন ও আবির হাসান। তাদের এই সৃজনশীল চিন্তা ইতোমধ্যেই কৌতূহলী দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় করছেন নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে।

সেখানে ঘুরে দেখা যায়, রেস্টুরেন্টে উঠতে হলে গাছের গায়ে লাগানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় ওপরে। কাঠ দিয়ে তৈরি মাচায় বসে চারপাশের সবুজ প্রকৃতি উপভোগ করা যায়। কোকিলের ডা



ক, পাখিদের কিচিরমিচির আর মৃদু বাতাস মিলিয়ে পুরো পরিবেশ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে এমন পরিবেশে এক কাপ চা বা প্রিয় খাবার যেন বাড়িয়ে দেয় আনন্দের মাত্রা।

ঢাকা থেকে ঘুরতে আসা দর্শনার্থী রাকিব হাসান বলেন, এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনো পাইনি। গাছের ওপর বসে চা খাওয়া সত্যিই অসাধারণ। প্রকৃতির এত কাছাকাছি এসে মনে হচ্ছে সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।

শহরের চাকলাপাড়া এলাকার বাসিন্দা শিউলি খাতুন বলেন, আমাদের এলাকায় এমন কিছু হবে ভাবতেই পারিনি। এখন অনেক মানুষ আসছে, এতে এলাকাও পরিচিত হচ্ছে।’

এ ব্যাপারে উদ্যোক্তা কনক হোসেন বলেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম মানুষকে একটু ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা দিতে, যেন তারা প্রকৃতির কাছাকাছি এসে কিছু সময় শান্তিতে কাটাতে পারে।’

অন্য উদ্যোক্তা আবির হাসান বলেন, ‘শুরুটা ছোট হলেও ভবিষ্যতে আমরা এখানে একটি মিনি পার্ক গড়ে তুলতে চাই, যাতে দর্শনার্থীরা আরও বেশি আকৃষ্ট হয়।’

ঝিনাইদহ শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে, হরিণাকুন্ডু সড়কের চারাতলা বাজারের পাশেই অবস্থিত এই রেস্টুরেন্ট। এছাড়া হলিধানি বাজার হয়ে কাতলামারী-চারাতলা সড়ক দিয়েও সহজেই পৌঁছানো যায় এই ব্যতিক্রমী স্থানে।

ঝিনাইদহে কাল্বের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড’র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে শহরের কুটুম কমিউনিটি সেন্টারে সংগঠনটির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনটির সদর উপজেলা শাখার চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে সেক্রেটারী খুরশিদ মোহাম্মদ সালেহ’র সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু।

প্রধান আলোচক ছিলেন কাল্ব’র ট্রেজারার নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন কাল্ব’র ‘গ’ অঞ্চলের ডিরেক্টর অধ্যক্ষ শেখ সহিদুল ইসলাম, মাগুরা-নড়াইল-ঝিনাইদহ জেলার শাখা ব্যবস্থাপক শাহাজুল হক।

এ সভায় সদর উপজেলার দুই শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী অংশ নেন। সভায় বিগত বছরের আয়-ব্যয় ও হিসাব-নিকাশ উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ঝিনাইদহে গণতন্ত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে গণতন্ত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) ওয়েলফেয়ার এফোটস (উই) এর আয়োজনে এই সভা

অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেণ মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী প্রধান এ্যাড. সাইদুর রহমান। এছাড়া এমএসএফ এর ইম্পাওয়ার প্রকল্পের সমন্বয়কারী নাজনিন শবনম, জেলা সমন্বয়কারী ও ওয়েলফেয়ার এফোটস এর নির্বাহী পরিচালক শরিফা খাতুন উপাস্থত ছিলেন।

এসময় সিনিয়র সাংবাদিক ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু, জেলা রিপোর্টাস ইউনিটের সভাপতি এম এ কবির, সাধারণ সম্পাদক মাজেদ রেজা বাধন, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক ফয়সাল আহম্মেদ, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ নাসিম আনসারি, সহ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, সাংবাদিক সোহাগ আলী, শাহাজাহান নাবিন, কামরুজ্জামন লিটন, ময়না খাতুন, জাফর উদ্দীন রাজু বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও আলোচনায় ঝিনাইদহের ত্রিশ জন সংবাদ কর্মী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় শেষে সাংবাদিক মোঃ রাজিব হাসান কে আহবায়ক ও মোঃ শাহানুর আলমকে সদস্য সচিব এবং উপস্থিত সকলকে সদস্য করে মানবাধিকার জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক গঠিত হয়।

ঝিনাইদহে বিভিন্ন দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি পেশ

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেললাইন সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং নদী সংস্কারের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) সকালে রেললাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে এ স্মারকলিপি পেশ করা হয়। জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়।

এসময় কমিটির সভাপতি এন এম শাহজালাল, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান পিন্টু, সদস্য প্রভাষক কামাল হোসেন, মুকুল হোসেন, আসাদুল ইসলাম, আইযুব হোসেন রানা, শারমিন সুলতানা, হাফেজ কামরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্শ্ববর্তী মাগুরা, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় রেল সংযোগ থাকলেও ঝিনাইদহ জেলা শহরে এখনো কোনো রেললাইন নেই। একই সঙ্গে জেলা সদরে মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি দীর্ঘদিনের বলেও উল্লেখ করেন তারা।

নেতৃবৃন্দ সকল সড়ক ও নবগঙ্গা নদী সংস্কার এবং দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া পদ্মা নদীতে সেতু নির্মাণের জোর দাবি জানান।

ঝিনাইদহে ফ্রিজ কিনে ৫০ হাজার টাকার ভাউচার জিতলেন ক্রেতা

দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে ওয়ালটন-এর ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-২৪। এই ক্যাম্পেইনের আওতায় ঝিনাইদহ শহরের দিশারী পাড়ার বাসিন্দা ও সাবেক সেনা সদস্য হাসান নেওয়াজ একটি ফ্রিজ কিনে ৫০ হাজার টাকার ক্যাশ ভাউচার জিতে নিয়েছেন।

জানা যায়, গত ১৬ এপ্রিল ঝিনাইদহের এইচএসএস সড়কে অবস্থিত ওয়ালটন প্লাজা থেকে ৪৩ হাজার টাকায় ৩১২ লিটারের একটি ফ্রিজ কেনেন হাসান নেওয়াজ। ফ্রিজটি কেনার পর তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ক্রয়কৃত পণ্যের মডেল ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

ফ্রিজটি বাসায় নেওয়ার আগেই তার মোবাইলে একটি খুদে বার্তা আসে, যেখানে জানানো হয় তিনি ৫০ হাজার টাকার ক্যাশ ভাউচার জিতেছেন।

পুরস্কারপ্রাপ্তির পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে হাসান নেওয়াজ বলেন, “ওয়ালটনের ফ্রিজ কিনে পাওয়া ৫০ হাজার টাকার ভাউচার দিয়ে আমি ফ্রিজ, এলইডি টিভি, ফ্যান, গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন কুকার ও

ইস্ত্রিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক পণ্য কিনেছি। একটি ফ্রিজ কেনার সুবাদে আমার ঘরের প্রায় সব প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা পূরণ হয়েছে। এতে আমি ও আমার পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত।”

মঙ্গলবার (৫ মে) সকালে ঝিনাইদহের এইচএসএস সড়কের ওয়ালটন প্লাজার আয়োজনে এক অনুষ্ঠানে হাসান নেওয়াজের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ভাউচার তুলে দেন ওয়ালটন প্লাজার খুলনা বিভাগের চিফ ডিভিশনাল অফিসার মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এবং ঝিনাইদহ এরিয়ার রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার রিফাত হাসান খান। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন প্লাজার ম্যানেজার মো. তোতা মিয়া।

পুরস্কার বিতরণ শেষে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি এইচএসএস সড়কের ওয়ালটন প্লাজা থেকে শুরু হয়ে ঝিনাইদহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

উল্লেখ্য, ওয়ালটনের ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-২৪-এ দেশের যেকোনো প্লাজা, পরিবেশক, শোরুম কিংবা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘ই-প্লাজা’ থেকে ফ্রিজ, এসি, টিভি, ওয়াশিং মেশিন ও ফ্যান কিনে ক্রেতারা ‘ননস্টপ মিলিয়নিয়ার’ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি থাকছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার।

ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি ক্যাম্পাসেই হতে পারে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝিনাইদহে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝিনাইদহে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি নতুন করে দাবি নতুন করে জোরালো হয়ে উঠেছে।

পাশাপাশি ফিশারিজ শিক্ষার জন্য উপযোগী জলাশয়ও বিদ্যমান।

বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি আধুনিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সমন্বিত শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ প্রয়োজন, তার প্রায় সব উপাদানই ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি ক্যাম্পাস আশপাশে রয়েছে। এসব চলমান প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বল্প সমম ও স্বল্প খরচের মাধ্যমে এখানে আন্তর্জাতিক মানের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যা এই অঞ্চলের কৃষি গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঝিনাইদহ আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজের কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী বলেন এটি কোনো ব্যক্তিগত বা আঞ্চলিক স্বার্থের বিষয় নয় বরং এটি সময়ের অপরিহার্য প্রয়োজন, উন্নয়নের অগ্রযাত্রার এটা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ন্যায্য অধিকার।

তিনি আরও বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের জোরালো আহ্বান দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এটাকে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি সাংবাদিক আসিফ ইকবাল কাজল বলেন, ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজকে কেন্দ্র করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার যে বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী উদ্যোগ। আশপাশে যেসব শিক্ষা, গবেষণা ও কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলো সমন্বয় করা গেলে অল্প সময়েই এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব।

ঝিনাইদহ জেলা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি আশরাফুল ইসলাম বলেন, এই অঞ্চলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুধু একটি দাবি নয়, এটি এখন সম্মিলিত প্রয়োজন। ভেটেরিনারি ক্যাম্পাসসহ আশপাশের বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করে সহজেই একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, শিক্ষা ও অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। জেলার অন্যত্র কৃষি জমির নতুন করে অবচয় না করে এই প্রতিষ্ঠান কেই অধুনিকায়নের মাধ্যমে পূর্নাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নিত করা এখান জেলাবাসীর দাবি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সূত্র জানায়, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ঝিনাইদহ জেলায় ইয়াবা, গাঁজা ও ফেনসিডিলের সরবরাহ বেড়েছে কয়েক গুণ। আগে যেসব এলাকায় মাদক লেনদেন তুলনামূলক কম ছিল, সেখানেও এখন প্রকাশ্যেই চলছে কেনাবেচা। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন এলাকার নির্দিষ্ট কিছু চায়ের দোকান, পরিত্যক্ত ভবন, খেলার মাঠ ও গ্রামের নদীর চরে মাদকসেবী ও বিক্রেতাদের আনাগোনা প্রতিনিয়ত চোখে পড়ছে। এসব জায়গাতে মাদক কেনাবেচা হচ্ছে খোলামেলা পরিবেশে, অনেকে এসব বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে ভয় পায়।

আসন্ন ঈদকে উপলক্ষে প্রশাসনের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তাদের সঙ্গে মাদক কারবারিরা যোগসাজশ করে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এ ধরণের কর্মকা- পরিচালনা করে আসছে। স্থানীয় প্রশাসন মাঝেমধ্যে নামমাত্র অভিযান চালিয়ে খুচরা বিক্রেতাদের আটক করলেও বড় বড় কারবারিরা ধরাছোঁয়ার বাইরের থেকে যায়। এমনকি তাঁরা মোটা অংকের টাকার বিনমিয়ে থানা পুলিশকে ম্যানেজ করে।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন , ‘আগে গোপনে মাদক বিক্রি হতো, এখন প্রকাশ্যেই চলে। সন্ধ্যার পর নির্দিষ্ট দোকান ও বাড়িতে এখন মাদকের আসর বসছে। স্কুল-কলেজপড়–য়া কিশোর ও তরুণদের একটি অংশ সহজে মাদক পেয়ে আসক্ত হয়ে পড়ছে, যা সামাজিক অবক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। কেবল অভিযান পরিচালনা করে নয় সামাজিক প্রতিরোধ, পরিবারভিত্তিক সচেতনতা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার না করলে ঝিনাইদহে মাদকের বিস্তার ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়বে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদরে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।’

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শেখ মো. হাশেম আলী বলেন, ‘আমরা মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স অবলম্বন করছি। সম্প্রতি মাদকের বেশ কয়েকটি বড় চালান জব্দ করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকজন কারবারিকে আটক করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরো বলেন, ‘সীমান্ত দিয়ে মাদক প্রবেশ ঠেকাতে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত অভিযান জোরদার করা হয়েছে। চিহ্নিত স্পটগুলোতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।’

ঝিনাইদহে যাত্রীবাহী বাসে মিলল সাড়ে ৭ কোটি টাকার ক্রিস্টাল আইস

ঝিনাইদহে একটি যাত্রীবাহী বাসে অভিযান চালিয়ে ৭ কোটি ৫৫ লাখ টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ ক্রিস্টাল আইস উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

শনিবার দুপুরে জেলা শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ মাদক উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানিয়েছে র্যাব।

র্যাব জানায়, সাতক্ষীরার শ্যামনগর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে ১ কেজি ৫১০ গ্রাম ‘ক্রিস্টাল মেথ’ বা ‘আইস’ উদ্ধার করা হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ৭ কোটি ৫৫ লাখ টাকা।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঝিনাইদহ র্যাব ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোঃ ইমামীম মুবীন সরকার সুমন বলেন, উদ্ধারকৃত মাদক ঝিনাইদহ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে র্যাবের এ ধরনের অভিযান জেলাজুড়ে অব্যাহত থাকবে।

নানা সংকটের মধ্যে চলছে হরিণাকুন্ডু হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা

নানা সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যসেবা। চিকিৎসক ও জনবল সংকট, ওষুধের ঘাটতি এবং চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির কারণে কাক্সিক্ষত সেবা

থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা রোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চিকিৎসক সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার বন্ধ রয়েছে। এক্স-রে মেশিন চালু থাকলেও নানা অজুহাতে তা সচল থাকে না নিয়মিত। পাশাপাশি প্যাথলজি পরীক্ষাও ঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। এমনকি পদায়ন থাকা সত্ত্বেও অনেক চিকিৎসক হাসপাতালে যান না বলে অভিযোগ রয়েছে।

উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামে বাসিন্দা রহিম উদ্দিন বলেন, সকাল থেকে হাসপাতালে বসে আছি, কিন্তু এখনো ডাক্তার দেখাতে পারিনি।

আমরা গরিব মানুষ, বারবার শহরে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব না। এখানে ঠিকমতো সেবা পেলে আমাদের অনেক উপকার হতো।

হরিশপুর গ্রামে সালমা খাতুন বলেন, আমার বাচ্চাকে নিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছি। ডাক্তার না থাকায় ঠিকভাবে চিকিৎসা পাচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বেসরকারি ক্লিনিকে যেতে হয়, যেখানে খরচ অনেক বেশি। এর আগেরদিন হাসপাতালে আসছিলাম। ডাক্তার এক্সরে করতে দিয়েছিলো। হাসপাতালে নাকি হয় না তাই বাইরে থেকে করতে হয়েছিলো।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আলমগীর হোসেন বলেন, জনবল সঙ্কট আছে অজ্ঞান করা ডাক্তারসহ কিছু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্কট আছে তার পরেও সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এক্◌্র-রে মেশিন ঠিক আছে, তবে মাঝে মাঝে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলে সমস্যা হতে পারে তবে আমরা যারা আছি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা এবং শ্রমদিয়ে সেবার মান সর্বাধিক দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. মো. কামরুজ্জামান বলেন, হাসপাতালে যে ৩ জন চিকিৎসক ঠিক মত আসেন না তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি হাসপাতালের সেবার মান বৃদ্ধিতে।

উল্লেখ্য, হরিণাকুন্ডু উপজেলার প্রায় আড়াই লাখ মানুষের চিকিৎসাসেবার জন্য ২০০৫ সালে হাসপাতালটি ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। এখানে অনুমোদিত ৩৩জন ডাক্তারের পোষ্ট থাকলেও ২২জন কর্মরত আছেন এবং মোট ১৬৭ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ৯৯ জন। প্রতি মাসে প্রায় ১৩ হাজারের বেশি রোগী এই হাসপাতাল থেকে সেবা নিচ্ছেন।